দৈনিক জনকণ্ঠ

৩১।৭।২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

চবিতে রাজনৈতিক তৎপরতা ফের নিষিদ্ধ ঘোষণা

ভার্সিটি খুলছে কাল ॥ সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় পরিবেশ পরিষদ গঠিত

চবি সংবাদদাতা

মাসব্যাপী বর্ষাকালীন বন্ধ শেষে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আগামীকাল বুধবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। সংঘাত এড়াতে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশসহ সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে ১১ সদস্যবিশিষ্ট পরিবেশ পরিষদ। সোমবার অনুষ্ঠিত জরুরী সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিএনপিপন্থী সিন্ডিকেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত পরিবেশ পরিষদকে মৌলবাদী ছাত্রশিবির স্বাগত জানিয়েছে। ছাত্রলীগের তাৎক্ষণিক কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। পরিবেশ পরিষদের প্রধান কাজ হচ্ছে আবাসিক হলগুলোতে বৈধ ছাত্রদের অবস্থান নিশ্চিত করা। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল বৈধ আবাসিক ছাত্রকে নিজ নিজ হল ও নির্দিষ্ট কক্ষে তুলে দেয়া হবে বলে জানা গেছে। একই সাথে হলগুলো বহিরাগতমুক্ত করতেও পরিবেশ পরিষদ কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করবে। পরিষদের অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সিন্ডিকেট সদস্য ড. ইউসুফ শরিফ আহমেদ খান, ড. মুনীর আহমদ চৌধুরী, ড. সুলতান আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক প্রক্টর ড. তৌহিদ ওসমান খানসহ ১১ জন।

কর্তৃপক্ষীয় সূত্র জানায়, অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলা হয়, ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় সাবেক উপাচার্যের আমল থেকেই মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কোন কোন সংগঠন তা লঙ্ঘন করেছে। এই অবস্থায় মিছিল-সমাবেশসহ সকল রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা ভার্সিটির ১ নম্বর সড়ক, ২ নম্বর সড়ক, রেল স্টেশনসহ পুরো ক্যাম্পাসে বলবত থাকবে। নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে পোস্টার লাগানো ও দেয়াল লিখনও নিষিদ্ধ থাকবে।

এদিকে মাসব্যাপী বর্ষাকালীন বন্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রেক্ষাপটে দূরদূরান্তের ছাত্রছাত্রীরা এখন ক্যাম্পাসমুখী। তবে সোমবার পর্যন্ত অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হলে ওঠেনি। ধারণা করা হচ্ছে, মৌলবাদী ছাত্রশিবিরের হল দখলের মহড়া ও ছাত্রলীগের প্রতিরোধমুখী অবস্থানের প্রেক্ষিতে উদ্বিগ্ন ছাত্রছাত্রীরা কয়েকদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ছাত্রশিবিরের নেতারা ক্যাডারবেষ্টিত হয়ে সোমবারও প্রশাসনিক ভবন এলাকায় শোডাউন করেছে। অপরদিকে ছাত্রলীগও নিয়েছে পাল্টা প্রস্তুতি। শিবির নিয়ন্ত্রিত উত্তর ক্যাম্পাসে ও ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ ক্যাম্পাসে আবাসিক হল ও কটেজগুলোতে বিপুলসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ গড়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে ৩ শতাধিক পুলিশ, বিডিআর ও সাদা পোশাকধারী পুলিশ সদস্য অবস্থান নিয়েছে।

'দলবদল ও চেতনা বদল করে তিনি এখন উপাচার্য'

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ ফজলী হোসেনকে পাকি শাসক জেনারেল টিক্কা খানের আশীর্বাদপুষ্ট আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ নিয়ে সোমবার অনুষ্ঠিত জরুরী সিন্ডিকেট সভায় তুমুল হৈচৈ ও বাকবিতণ্ডা হয়েছে বলে জানা গেছে। সভায় উপাচার্য কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসে মঞ্জুরি কমিশনের শর্ত লঙ্ঘন করে ঢালাও লোক নিয়োগেরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, উপাচার্য ফজলী হোসেন সম্প্রতি একটি স্থানীয় দৈনিকে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে মন্তব্য করেছেন, তাঁর সিন্ডিকেট সভায় বিএনপিপন্থী সাদা দলের ৪ সদস্য থাকায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় তাঁর অনেক অসুবিধা হচ্ছে। উপাচার্যের এই মন্তব্যে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জরুরী সিন্ডিকেট সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপিপন্থী সদস্যরা অনির্ধারিত বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হন। সূত্র জানায়, তাঁরা উপাচার্যের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ উন্মোচন করে বলেন যে, তিনি সত্তর সালে টিক্কা খানের সুপারিশ নিয়েই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। আবার '৭৫ সালে বাকশালে যোগদান করলেও পরবর্তীতে বিএনপির সাদা দলে যোগ দেন। এভাবেই দলবদল ও চেতনা বদল করে এখন তিনি উপাচার্য। সূত্র জানায়, দলবদলের বিষয়টি স্বীকার করলেও উপাচার্য টিক্কা খানের আশীর্বাদের বিষয়টি অস্বীকার করেন। একই সময় উপাচার্য কর্তৃক বিভিন্ন অফিসে ঢালাও লোক নিয়োগের প্রতিবাদ জানানো হয়। সিন্ডিকেট সদস্যদের মতে, মঞ্জুরি কমিশনের শর্ত লঙ্ঘন করে ঢালাওভাবে এডহক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ চবিতে আর্থিক সঙ্কট বৃদ্ধি করছে।